গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
সাধারণ শাখা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	০৫ জুন ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, এ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র সংযোজনী-৪ এ উল্লিখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা'র ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিষয়টি অন্তভুক্ত রয়েছে। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত সমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ কার্যালয় ও আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবাসমূহের কার্যকর ভূমিকা ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাগণ কি ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মো: আইনাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাসস, রাজশাহী বলেন যে, সেবার পরিমাপ করা কঠিন। বিভিন্নভাবে মানুষ কে সেবা প্রদান করা যায়। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায় থেকে সেবা প্রদান করা যায়। সাধারণ মানুষের এই লেভেল এ আনা যায় কি না। বিশেষ করে সেবা প্রার্থীরা এই পর্যায়ে আসলে আরো প্রচার হবে। সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে মধ্যস্থতাভোগী কিছু অসাধু মানুষের জন্য সরকারি সেবা সাধারণ জনগণ পেলেও কিছু ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাই এই ধরণের অসাধু ব্যক্তির হাত থেকে বাঁচতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে ভাল হয় বলে মত প্রকাশ করেন।

সিনিয়র রিপোর্টার, বাসস, রাজশাহী এর প্রতি উত্তরে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জানান যে, বর্তমান সময়ে সকল সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেই সাথে যে সকল সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় সেগুলো টিভি ও অনলাইন পোর্টালের মাধ্যেমে প্রচার করা হচ্ছে। যেন প্রতারক চক্র কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিনিধি বলেন যে, অনলাইন জিডি, কুইক ডেলিভারী, কুইক রেসপন্স, সাইবার ক্রাইম, স্কুল পুলিশিং, বিট পুলিশিং, পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান ও পুলিশং সেবা পুলিশ দিয়ে থাকে। সেই সাথে ৯৯৯ নম্বরে কল করে পুলিশি সেবা চাইলে তাৎক্ষণিক উক্ত সেবা প্রদান করা হয়। তবে সকল পুলিশের সেবা দেয়ার প্রক্রিয়া এক ধরণের নয়। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরণের বাচনভঙ্গী রয়েছে। সে জন্য পুলিশ ট্রেনিং এর মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), সভাকে জানান যে, জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও

সহকারী কমিশনার ভূমি এর বিভিন্ন কার্যক্রম জেলা প্রশাসক গ্রহণ করে থাকে। ভূমি সেবা সপ্তাহ গত ২২মে হতে ২৮মে পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস ডে পালন করা হচ্ছে। গণশুনানি গ্রহণ করা হচ্ছে। সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে ঝুলানো হচ্ছে। সরকারি সকল সেবার প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং ওয়েবসাইটে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড আছে কিনা তা তদারকি করা হয়। সাধারণ জনগণ পাবলিক গণশুনানীর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের সকল প্রকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গ্রাম আদালত বলে কিছু বিচারিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। এখানে কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে, গ্রাম আদালত কে অবজ্ঞা করে অনেকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গিয়ে থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও গ্রাম আদালতের মধ্যে সমন্বয় করা গেলে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো জানান যে, পূর্বে অপ্রত্যাশিত খাতে বরাদ্ধ পাওয়া যেত যা থেকে সাধারণ মানুষের অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের প্রদান করা হতো। বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এটা পুনরায় চালু করা গেলে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে ক্ষতির হাত থেকে কেটে উঠার জন্য সুবিধা হবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোয়ালিয়া, বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করে থাকেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাটের মাধ্যমে তা প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। বার্ষিক ভূমি সপ্তাহ ২২মে – ২৮মে পালন করা হয়। ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ই-নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, ভূমির খতিয়ান সহ সকল প্রকার সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের জন্য একবার রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। তারপর থেকে অনলাইন ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবা যেমন: রকেট, বিকাশ, নগদ, উপায় এর মাধ্যমে ঘরে বসে ভূমি উন্নয়ন করা প্রদান করা যাবে। এ বছর থেকে ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমি উন্নয়ন কর অনলাইনে প্রদান করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, তাঁর কার্যালয়ের নামজারি সংক্রান্ত শুনানি সপ্তাহে ০৩দিন ও মিসকেস সংক্রান্ত কার্যক্রম সপ্তাহে ০২দিন করে থাকেন এবং সিটিজেন চার্টারের উল্লিখিত সেবা দিয়ে থাকেন।

উপ-পরিচালক (খাদ্য), আঞ্চলিক খাদ্য অফিস, রাজশাহী এর প্রতিনিধি জানান যে, সকল মানুষের ০৬টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য একটি। সুশাসন প্রতিষ্ঠারক্ষেত্রে ও,এম,এস মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম অন্যতম। এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের পর্যায় থেকে কোন অভিযোগ আসলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে তিনি সভাকে জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ নাজিমউদ্দিন বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জন মূলত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন নয় বরং সকল পর্যায়ের মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক পর্যন্ত যদি এ ধরণের সভায় অংশ নিতে পারে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা দ্রুততম সময়ে হবে বলে মনে করি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহার হোসেন জানান যে, পাসপোর্ট অফিসে সঠিক আবেদন নিয়ে গেলেও কিছু অসাধু ব্যাক্তি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আবেদন ভুল বলে ফেরত প্রদান করেন। আবার ঐ আবেদন কোন দালালদের মাধ্যমে টাকা দিয়ে নিয়ে গেলে আর ভুল থাকে না বলে জানান। একই বিষয়ে তিনি আভিযোগ আনেক বিআরটিএ অফিসের বিরূদ্ধে। তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোয়ালিয়ার আন্তরিকতার প্রশংসা করেন।

বিভাগীয় সমন্বয়ক, ব্র্যাক বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তা কে সঠিক সময়ে অফিসে আসা নিশ্চিত করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় অতিদ্রুত শেষ হবে বলে মনে করেন।

জনাব মো: মনিরুল হক, টিআইবি, রাজশাহী বলেন যে, বিআরটিএ এখন অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করে পরীক্ষা

নেয়ার পর ডাকযোগে লাইসেন্স প্রদান করছে। পাসপোর্ট অফিস ও যদি ডাকযোগে ই-পাসপোর্ট প্রদান করতো তাহলে পোস্ট অফিসগুলো আবার কিছুটা সচল হতো। যেমন পর্চা বা ভূমির খতিয়ানের জন্য বর্তমানে অনলাইনে আবেদন করলে ডাকযোগে বাসায় পৌছে দেয়। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সেবা প্রার্থীদের সময় কম লাগবে।

জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, সভাকে বলেন যে, দুর্নীতি সুশাসনের প্রথম অন্তরায়। দুর্নীতি সমাজের সকল উন্নয়ন নষ্ট করে। সেবা দেয়ার বিষয়টি একান্ত নিজের মধ্যে-আমি সেবা গ্রহীতাকে কিভাবে সেবাদিতে চাই সেটাই মুখ্য বিষয়। পত্নীতলা উপজেলার ইউএনও, সাধারণ কৃষকের সাথে ধান কাটতে গিয়েছেন। তিনি একাত্বতা ঘোষনার মাধ্যেমে তাদের উৎসাহিত করেছেন।

উপপরিচালক (স্বাস্থ্য), বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনদের নিয়ে যে সভাগুলো করা হয় সেগুলো থেকে অনেক বিষয় উঠে আসে ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ জন্য এই ধরণের সভা অনেক গুরুত্ব বহণ করে।

ডিআইজি প্রতিনিধি: সভাকে জানান যে, ৯৯৯ যেমন সকল সুবিধা দেয় তেমনি আমাদের বিপাকেও ফেলে অনেক সময় ভুল তথ্য দিয়ে কল করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পুলিশিং কার্যক্রম তদারকি করার জন্য Crime Data Managment System (CDMS) নামে একটি সফটওয়্যার চালু করা হচ্ছে। যা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটনা স্থানে পুলিশ গিয়েছে কি না তার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। CDMS++ সফটওয়্যার চালু করা হচ্ছে যার মাধ্যমে পুলিশ এবং সেবা গ্রহিতাদের উভয় ক্ষেত্রে সরকারি সেবা দেয়া ও নেয়ার জন্য একটি প্লাটফর্ম। এছাড়াও অনলাইন জিডি, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এর মাধ্য দিয়ে পুলিশি সেবা সহজীকরণ করা হচ্ছে।

সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেক বড় একটি কর্মযজ্ঞ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র সকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল অফিস বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থাও এর সাথে সম্পৃক্ত। সাংবাদিক, খেলোয়াড়, পুলিশ, রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গ সকল স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবাদাতাদের এগিয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি পূর্বের তূলনায় অনেক কমেছে। দুর্নীতি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ৪৫টি এ্যাপস চালু করেছেন। এগুলোর উদেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সকল জনগণ যেন ঘরে বসে সরকারের সকল সেবা পেতে পারে দুর্নীতি মুক্ত অবস্থায়। সকল সরকারি অফিস প্রধান, কর্মকর্তা/ কর্মচারীর উচিত সময়মত অফিসে আসা এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করা। তাহলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে তিনি মনে করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত ০১: কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণগত মানোন্নয়ন ও শুদ্ধাচার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী: ১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান
২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

সিদ্ধান্ত ০২ : সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী : ১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান
২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

সিদ্ধান্ত ০৩ : সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন বা দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী : ১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান
২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

সিদ্ধান্ত ০৪ : জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে।

বাস্তবায়নকারী : ১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান

২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

সিদ্ধান্ত ০৫ : সেবা সহজীকরণ ও সেবার মানোন্নয়নের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী : ১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান

২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২৩.৭০৩

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৩ জুন ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি/ অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (দৃষ্টি আকর্ষণ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা)
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৪) পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী
৫) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৬) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭) পরিচালক (স্বাস্থ্য), বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৮) অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
৯) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,রাজশাহী
১০) বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
১২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
১৩) সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
১৪) উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী
১৬) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৭) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী
১৮) আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
১৯) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
২০) উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
২১) উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজশাহী
২২) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
২৩) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পুঠিয়া, রাজশাহী

২৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোয়ালিয়া, রাজশাহী

২৬) বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনাব মো: নাজিমউদ্দিন, চৌদ্দপাই, ১৮/এ বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী

২৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনাব মো: মোতাহার হোসেন, তালাইমারি, মতিহার, রাজশাহী

২৮) সভাপতি, রাজশাহী প্রেসক্লাব, রাজশাহী

২৯) জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী

৩০) জনাব মো: আয়নাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

৩১) সভাপতি, ওয়েব, রাজশাহী

৩২) জনাব মো: মনিরুল হক, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, সি ই টি আইবি, রাজশাহী

৩৩) সভাপতি, নাসিব, রাজশাহী

৩৪) সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী

৩৫) ম্যানেজার, ইউসেপ, রাজশাহী

৩৬) বিভাগীয় সমন্বয়ক, ব্র্যাক, রাজশাহী

৩৭) উপ-সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

জান্নাতুল নাইম
সিনিয়র সহকারী কমিশনার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)